দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 19 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা অব্যাহত : ছাত্রলীগের কোন্দল সংঘাত থামানো যাচ্ছে না

চবিতে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে পুলিশসহ আহত ১০

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গণে অস্থিরতা থামছে না। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, দখল-পাল্টা দখল, ভর্তি জালিয়াতি, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। গতকালও (বুধবার) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্ততঃ পাঁচ স্থানে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, ভর্তি জালিয়াতি ও কলেজ দখলের ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রলীগের হামলায় বগুড়া আযিযুল হক কলেজের প্রিন্সিপালসহ দেশের অন্যান্য স্থানে সংঘর্ষে ১০ ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়েছে। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদসহ সংশ্লিষ্টরা এই সংকট নিরসনে দ্রুত উদ্যোগ নেয়ার কথা বললেও কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুতি রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গত শুক্রবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা বিগত কয়েক বছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত সর্ববৃহৎ ঘটনা। এই সংঘর্ষে এক শিবির নেতা নিহত হওয়া ছাড়াও ছাত্রলীগ ও শিবিরের শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। সংকট নিরসনে প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ নগরীর সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পৃঃ ২ কঃ ৪

ছাত্রলীগের কোন্দল সংঘাত থামানো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে। বড় ধরনের সংঘর্ষ এড়াতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা সাময়িক সমাধান হলেও দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের কোন উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। একইভাবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'টি বিবাদমান গ্রুপ সক্রিয় থাকলেও সংকট নিরসনে সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন তৎপরতা নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলা বন্ধ ও সহাবস্থানের দাবিতে ছাত্রদল লাগাতার আন্দোলন করে আসলেও সংকট নিরসনে কর্তৃপক্ষ কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগ সশস্ত্র অবস্থানে থাকলেও দুই পক্ষকে নিরস্ত্র করে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে উৎকণ্ঠামুক্ত করতে কোন তৎপরতা নেই কর্তৃপক্ষের। দেশের বেশ কিছু স্থানে অনার্সে ভর্তি নিয়ে ছাত্রলীগের বাণিজ্য এবং এ নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর চাপ ও হামলার ঘটনা ঘটলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। ফলে দেশব্যাপী সংঘর্ষ, ভর্তি বাণিজ্য, দখল-পাল্টা দখলের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে।

অব্যাহত সংঘর্ষ, সন্ত্রাস, কোন্দল, ভর্তি জালিয়াতি, দখল-পাল্টা দখল হলেও সংকট নিরসনে কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। প্রথম দিকে ছাত্রলীগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কার্যক্রম স্থগিত ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে সাবধান করে দিলেও কোন প্রতিকার হয়নি। বরং নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটেছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে নানামুখী অভিযোগ আসলেও বিষয়টি সমাধানে সরকার বা সংশ্লিষ্টরা কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ফলে দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে চরম অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে।

এরই মধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে ছাত্র রাজনীতির উপর বিধি-নিষেধ আরোপের বিষয়টি আলোচনায় আসলেও দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলছেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে এর প্রতিকার সম্ভব নয়। অস্থিরতা নিরসন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ছাত্র রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠ ও স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ এবং কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, সংঘর্ষ বা অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটার পর দু'একদিন ক্যাম্পাস বন্ধ রাখার পর পরিচয়পত্র দেখে শুধুমাত্র বৈধ ছাত্র-ছাত্রীদের হলে থাকতে দিতে হবে। এজন্য প্রশাসনের প্রতিটি অংশকে সক্রিয় হতে হবে। নিরাপত্তার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দায়িত্ব দিতে হবে। পরে ছাত্রনেতাদের একসঙ্গে বসিয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে তাদেরকে কঠোরভাবে বলতে হবে। এরপরও কোন ধরনের ব্যত্যয় হলে একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতি উস্কানীমূলক বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে তিনি বলেন, আমি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিপক্ষে। তবে সে রাজনীতি হবে নীতি আদর্শের। ছাত্র রাজনীতি সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনতে সরকার, রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে।

এদিকে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সব ধরনের আইনী সহায়তা দিতে প্রস্তুত রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। র‍্যাবের মহাপরিচালক অতিরিক্ত আইজিপি হাসান মাহমুদ খন্দকার এনডিসি বলেন, কেউ অপরাধ করলে তার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিক্ষাঙ্গনসহ সমাজের সর্বস্তরের নিরাপত্তায় র‍্যাব দায়িত্ব পালন করছে। আইন ভঙ্গকারীরা যে-ই হোক না কেন, তার রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যারা শিক্ষাঙ্গন ও অন্যান্য জায়গায় অপরাধের সাথে জড়িত। তাদের বিরুদ্ধে তদন্তের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

চবিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ পুলিশসহ আহত ১০

আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষ ও পুলিশের বেপরোয়া লাঠি চার্জে এক পুলিশসহ ১০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৬ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল দুপুর দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় রেলস্টেশনে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীরা জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন চত্বরে ১নং গেইটে মৌ-এর দোকানের সামনে দাড়িয়ে ধুমপান করছিলেন ছাত্রলীগের কর্মী সিদাব ও তার বন্ধুরা। এসময় তাদের পাশে দাড়িয়ে থাকা কয়েকজন জুনিয়র ছাত্রলীগ কর্মী সিদাবকে ধুমপান করতে নিষেধ করলে তারা তাতে কর্ণপাত করেনি। এ নিয়ে উপস্থিত সিনিয়র-জুনিয়র ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে বাকবিতন্ডা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। এসময় দু'পক্ষের কর্মীরা মৌ-এর দোকানের পিছনের কটেজ থেকে লোহার রড, কিরিচ, লাঠি ও ইট নিয়ে একে অন্যের উপর হামলা শুরু করে। এতে করে দু'গ্রুপের সংঘর্ষ স্টেশন চত্বরে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে পুলিশের সঙ্গে উভয় পক্ষের সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আলমগীর হোসেন আহত হয়। সংঘর্ষে ছাত্রলীগের সাকিব (প্রাণীবিদ্যা), অমিত (লোকপ্রশাসন), অভি (সমাজতত্ত্ব), মিথুন (পদার্থবিদ্যা), নুরুজ্জামান (হিসাব বিজ্ঞান), ইকরাম (প্রাণী বিদ্যা), হিমেল (ইতিহাস), শুভ (মার্কেটিং) ও সুমন (ব্যবসায়ী) আহত হয়। আতহদের মধ্যে মিথুনের অবস্থা আশংকাজনক। বর্তমানে ক্যাম্পাসে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে।

লালমনিরহাটের মহেন্দ্রনগর কলেজ দখলদারীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে : ক্লাস হয়নি

ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সশস্ত্র হামলার পর দখলকৃত লালমনিরহাট সদর উপজেলার মহেন্দ্রনগর কলেজ গতকালও দখলকারীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রিন্সিপালসহ পাঁচ শিক্ষকের উপর হামলায় নেতৃত্বদানকারী ছাত্রলীগ নেতা ওমর ফারুকের পিতা রেল শ্রমিকলীগ নেতা সফিয়ার রহমান তার সমর্থকদের নিয়ে কলেজটি নিয়ন্ত্রণ করছেন বলে আমাদের লালমনিরহাট সংবাদদাতা আইয়ুব আলী বসুনীয়া জানিয়েছেন। তিনি আরো জানান, হামলার পর কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা আতংকে কলেজ ছেড়ে চলে গেছেন। ফলে গত কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি। সংঘর্ষের ঘটনায় মঙ্গলবার রাতেই সদর থানায় পাল্টা-পাল্টি দু'টি মামলা হয়েছে। কাল সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের কোন আনাগোনা নেই, সেখানে বহিরাগতরা অবস্থান করছে। স্থানীয় জনগণ দ্রুত সকল সমস্যার সমাধান করে কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে এনে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত রক্ষার দাবি জানান।

ছাত্রলীগের সুপারিশ উপেক্ষা : আযিযুল হক কলেজে ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ

বগুড়া অফিস জানায়, ছাত্রলীগের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করতে রাজী না হওয়ায় গতকাল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে নাজেহাল হয়েছেন বগুড়া সরকারি আযিযুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রিন্সিপালসহ কলেজ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিলে ক্ষুব্ধ ও উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রলীগ কর্মীরা ক্যাম্পাসে ব্যাপক তান্ডবলীলা চালায়। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানা যায়, অনার্স প্রথম বর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী ৮/১০ জন ভর্তি হওয়ার পর একদল জুনিয়র ছাত্রলীগ নেতা প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে তাদের দেয়া তালিকা অনুযায়ী ভর্তি করাতে চাপ দেয়। কিন্তু প্রিন্সিপাল বিধির বাইরে ভর্তি করতে সম্মত না হলে তারা প্রিন্সিপালের সামনেই দরজা, জানালা, চেয়ার ভাঙচুর শুরু করে। এসময় প্রিন্সিপালসহ এক শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা নাজেহাল হন।

পবিপ্রবিতে ছাত্রলীগে উত্তেজনা : শিক্ষার্থীরা আতঙ্কে

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ও বাইরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে গত শনিবারের সংঘর্ষের পর এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে। আমাদের পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক আহমাদ রাসেল জানিয়েছেন, ছাত্রলীগের মিলন গ্রুপ ও জুয়েল গ্রুপ ক্যাম্পাসে সশস্ত্র প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করছে। যে কোন সময় আবারো সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।